গালাতীয়দের কাছে পত্র

১ আমি পল—মানুষের পক্ষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, এবং যিনি মৃতদের
মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই পিতা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত প্রেরিতদূত—সেই পল, ২ এবং
যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছে, তারাও, গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোর সমীপে: ৩ আমাদের পিতা
ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক; ৪ এই খ্রীষ্ট এ বর্তমান
ধূর্ত যুগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান
করলেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে, ৫ যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

সাবধান বাণী

৬ আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত
শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ। ৭ আসলে অন্য সুসমাচার বলতে কিছু
নেই; শুধু এমন কয়েকজন আছে, যারা তোমাদের অস্থির করছে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত
করতে অভিপ্রেত। ৮ আচ্ছা, আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য
সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই
করুন—তবে সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! ৯ আমরা আগে বলেছিলাম, আমি এখনও আবার
বলছি, তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার
করে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! ১০ আমি কি মানুষের প্রসন্নতা জয় করতে সচেষ্ট, না
ঈশ্বরের? আমি কি মানুষকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি? যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম,
তবে খ্রীষ্টের দাস হতাম না।

ঈশ্বরের আহ্বান

১১ ভাই, আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয়
বাণী নয়, ১২ কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, মানুষের কাছে শিখিওনি; কিন্তু
যীশুখ্রীষ্টেরই ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। ১৩ আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম, তখন
কেমন জীবনযাপন করতাম একথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঈশ্বরের জনমণ্ডলীকে নিতান্তই
নির্যাতন ও ধ্বংসও করতাম; ১৪ আর যেহেতু পিতৃপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি সমর্থনে অধিক
উৎসাহী ছিলাম, সেজন্য ইহুদী ধর্ম পালনে আমার সমকালীন অধিকাংশ সমবয়সী লোকদের চেয়ে
যথেষ্টই আগে ছিলাম। ১৫ কিন্তু আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং
তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, ১৬ তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে
প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের
পরামর্শ না নিয়ে, ১৭ যেরুসালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে,
আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কাসে ফিরে গেলাম। ১৮ কেবল তিন বছর পরেই
কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুসালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে
রইলাম; ১৯ প্রভুর ভাই যাকোবকে ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। ২০
এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। ২১ তারপর

আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার নানা স্থানে গেলাম। ২২ কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রীষ্টেতে আশ্রিত
মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, ২৩ তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে
আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' ২৪
আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

যেরুসালেমের মহাসভা

২ কেবল চৌদ্দ বছর পরেই আমি বার্নাবাসের সঙ্গে আবার যেরুসালেমে গেলাম; তখন তীতকেও
সঙ্গে নিলাম; ২ আমি তো ঐশপ্রকাশ পাবার ফলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তখন, যে সুসমাচার আমি
বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করে থাকি, তা সেখানকার ভাইদের কাছে ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ঘরোয়া
এক বৈঠকে, যাঁরা গণ্যমান্য, তাঁদেরই কাছে, পাছে এমনটি ঘটে যে, আমি বৃথা দৌড়চ্ছি বা
দৌড়েছি। ৩ এমনকি, সেই তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে পরিচ্ছেদিত
করার কোন দাবি করা হল না, ৪ তাও ঘটল সেই ভণ্ড ভাইদের কারণে, যারা আমাদের মধ্যে
গোপনে ঢুকে পড়েছিল; তাদের অভিপ্রায় ছিল এ, খ্রীষ্টযীশুতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি,
সেদিকে গোপন নজর রাখবে, যেন আমাদের দাস করে তুলতে পারে। ৫ কিন্তু আমরা এক মুহূর্ত
মাত্রও তাদের কাছে নত হইনি, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের মধ্যে অটল থাকতে পারে। ৬
কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য বলে গণ্য ছিলেন—তাঁরা আসলে গণ্যমান্য ছিলেন বা ছিলেন না, এতে আমার
কিছু আসে যায় না, ঈশ্বর তো মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না!—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও আমাকে
নতুন কোন বাণী যোগ করতে আদেশ করেননি; ৭ তাঁরা বরং যখন দেখলেন, অপরিচ্ছেদিতদের
মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যেভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে
প্রচারের ভার পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল,—৮ কারণ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে
প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে
প্রেরিতদূত করতে সেই তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন—৯ এবং তাঁরা যখন আমার কাছে
দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করলেন, তখন যাকোব, কেফাস ও যোহন—তাঁরা তো স্তম্ভ বলে স্বীকৃত—
সহভাগিতার চিহ্নরূপে আমাকে ও বার্নাবাসকে ডান হাত দিলেন, যেন আমরা বিজাতীয়দের কাছে
যাই, আর তাঁরা পরিচ্ছেদিতদের কাছে যান; ১০ শুধু চাইলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা স্মরণ
করি: আর আমি তা করতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

আন্তিওখিয়ায় পিতর ও পল

১১ কিন্তু কেফাস যখন আন্তিওখিয়ায় এলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁকে প্রতিরোধ করলাম,
কারণ তিনি স্পষ্টই দোষী ছিলেন। ১২ কেননা যাকোবের কাছ থেকে কয়েকজন আসবার আগে তিনি
বিজাতীয়দের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, কিন্তু ওদের আসার পর তিনি পরিচ্ছেদিতদের ভয়ে
পিছিয়ে পড়তে ও নিজেকে পৃথক রাখতে লাগলেন। ১৩ তাঁর সঙ্গে অন্য সকল ইহুদীও তেমন
কপটতায় যোগ দিল, এমনকি বার্নাবাসকেও তাদের সেই কপটতার টানে নিজেকে টানতে দিলেন।
১৪ কিন্তু আমি যখন দেখলাম, তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সঠিকভাবে চলছেন না, তখন
তাঁদের সকলের সামনে কেফাসকে বললাম, 'আপনি নিজে ইহুদী হয়ে যখন ইহুদীদের মত নয়,
বিজাতীয়দেরই মত আচরণ করেন, তখন কেমন করে বিজাতীয়দের ইহুদীদের মত আচরণ করতে

বাধ্য করতে পারেন? [১৫] আমরা তো জন্মসূত্রে ইহুদী, বিজাতীয় পাপী মানুষ নই, [১৬] তবু ভালই
জানি, বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত
করা হয়; আর সেজন্য আমরাও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়,
কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই, যেহেতু বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা *কোন মানুষ
ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না।* [১৭] কিন্তু খ্রীষ্টে যেন আমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয় এমন চেষ্টা
করতে গিয়ে নিজেরাও যদি পাপী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকি, তবে এর অর্থ কি খ্রীষ্টই পাপের
অনুচারী? দূরের কথা! [১৮] কেননা আমি যা ভেঙে ফেলেছি, তা-ই যদি আবার গাঁথি, তাহলে
নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই। [১৯] আসলে আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন
ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, [২০] অথচ আমি
এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি
আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। [২১] আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ
করি না; বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রীষ্ট বৃথাই মরেছেন।

খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতা

৩ হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের যাদু করেছে? অথচ তোমাদেরই চোখের সামনে সেই
যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। [২] আমি তোমাদের কাছ থেকে কেবল এই
কথা জানতে চাই, তোমরা কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই আত্মাকে পেয়েছ? নাকি যা শুনেছিলে
তাতে বিশ্বাস দ্বারা? [৩] তোমরা কি সত্যিই এমন নির্বোধ যে, আত্মায় আরম্ভ করে এখন শেষ লক্ষ্যের
দিকে মাংস দ্বারাই চালিত হতে চাচ্ছ? [৪] তাই তোমরা যা যা অভিজ্ঞতা করেছিলে, তা কি সব বৃথা
গেল?—অন্তত তা যদি বৃথা যেত! [৫] তবে কি, যিনি আত্মাকে তোমাদের মঞ্জুর করেন ও তোমাদের
মধ্যে পরাক্রম-কর্ম সাধন করেন, তিনি কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই তা করেন? নাকি তোমরা
যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা?

বিশ্বাসী আব্রাহামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
বিধান ছাড়া বিধর্মীদের ধর্মময়তা-লাভ

[৬] এভাবেই তো আব্রাহাম *ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত
হল।* [৭] সুতরাং জেনে রাখ, যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারাই আব্রাহামের সন্তান। [৮] আর বিশ্বাস
দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের
কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যথা: *সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।* [৯]
সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র। [১০]
বাস্তবিক যারা বিধানের আদিষ্ট কর্মের উপর নির্ভর করে, তারা সকলে অভিশাপের অধীন, কারণ
লেখা আছে, *যে কেউ বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থিতমূল থাকে না,
সে অভিশপ্ত।* [১১] তাছাড়া, বিধান দ্বারা কেউই যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয় না, একথা
সুস্পষ্ট, কারণ *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।* [১২] কিন্তু বিধান বিশ্বাসমূলক নয়, বরং *যে কেউ
এই সমস্ত পালন করবে, সে সেগুলোতে জীবন পাবে।* [১৩] খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে

আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে,
যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত, ১৪ যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ খ্রীষ্টযীশুতে
বিজাতীয়দের কাছে যায়, আর আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

আব্রাহামের বংশ—খ্রীষ্ট ও বিশ্বাসীরা

১৫ ভাইয়েরা, সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি: একটা ইচ্ছাপত্র মানবীয় হলেও তা যখন স্থিরীকৃত
হয়, তখন কেউ তা বিফল করতে পারে না, তাতে নতুন কোন কথাও যোগ করতে পারে না। ১৬
আচ্ছা, আব্রাহামের প্রতি ও তাঁর *বংশধরের প্রতিই* তো সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছিল।
শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি' না ব'লে একবচনে বলে, *আর তোমার বংশধরের
প্রতি,* যে বংশধর স্বয়ং খ্রীষ্ট। ১৭ এখন আমি বলছি, যে ইচ্ছাপত্র ঈশ্বর দ্বারা আগে স্থিরীকৃত
হয়েছিল, চারশ' তিরিশ বছর পরে আগত একটা বিধান সেই ইচ্ছাপত্রকে বাতিল করতে পারে না,
ফলে প্রতিশ্রুতিকেও বাতিল করতে পারে না! ১৮ কেননা উত্তরাধিকার যদি বিধানমূলক হয়, তবে
আর প্রতিশ্রুতিমূলক হতে পারে না; কিন্তু আব্রাহামকে ঈশ্বর সেই প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই তা দান
করেছিলেন।

১৯ তবে বিধান কেন? অপরাধ লক্ষ ক'রেই তা যোগ করা হয়েছিল, যতদিন সেই 'বংশধর' না
আসেন যাঁর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; আর বিধান স্বর্গদূতদের দ্বারা, একজন মধ্যস্থ
দ্বারাই জারি করা হয়েছিল। ২০ মধ্যস্থ তো একজনের জন্য হয় না, অপরদিকে ঈশ্বর এক। ২১ তবে
বিধান কি ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ? দূরের কথা! কেননা যদি এমন বিধান দেওয়া হত যা
জীবন দান করতে সক্ষম, তবে ধর্মময়তা নিশ্চয়ই বিধানমূলক হত। ২২ কিন্তু শাস্ত্র সবকিছুই পাপের
অধীনে রুদ্ধ করেছে, যেন সেই প্রতিশ্রুতি যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়।

২৩ কিন্তু বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায়
রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। ২৪ তাই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক
দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময়
বলে সাব্যস্ত হতে পারি। ২৫ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই;
২৬ বাস্তবিকই তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান, ২৭ কারণ তোমরা যারা
খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। ২৮ এখন আর ইহুদীও
নেই, গ্রীকও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ
খ্রীষ্টযীশুতে এখন তোমরা সকলেই এক। ২৯ আর তোমরা যখন খ্রীষ্টেরই, তখন তোমরাই
আব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী!

ঈশ্বরের সন্তান আমরা

৪ শোন, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর
মালিক হলেও তবু ক্রীতদাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; ২ কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময়
পর্যন্ত সে অভিভাবক ও গৃহাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। ৩ তেমনি আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, তখন
জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। ৪ কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর
তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, ৫

যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা
দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। [৬] আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের
আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, ‘আব্বা, পিতা!’ [৭] সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং
পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

[৮] কিন্তু সেসময় তোমরা ঈশ্বরকে না জেনে এমন দেবতাদেরই দাস ছিলে, যারা আসলে দেবতাও
নয়; [৯] তোমরা এখন যে ঈশ্বরের পরিচয় পেয়েছ, এমনকি ঈশ্বর দ্বারা পরিচিত হয়েছ, কেমন করে
আবার ওই বলহীন সামান্য আদিম শক্তিগুলোর দিকে ফিরছ? কেমন করে সেসময়ের মত আবার
তাদের দাস হতে চাচ্ছ? [১০] তোমরা তো বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ; [১১]
তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করেছি!

সনির্বন্ধ আবেদন

[১২] ভাই, তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ: আমার মত হও, কারণ আমিও তোমাদের মত হলাম।
তোমরা আমার প্রতি আদৌ কোন অপরাধ করনি; [১৩] আর তোমরা জান, আমি শারীরিক একটা
দুর্বলতার কারণেই প্রথমবার তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম; [১৪] আর শারীরিক আমার
সেই দুর্বলতা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা হলেও তা তোমরা তুচ্ছ করনি, ঘৃণাও বোধ করনি, বরং
আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত, খ্রীষ্টযীশুর মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। [১৫] তবে তোমাদের
সেই প্রীতির মনোভাব কোথায় গেল? আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ
নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে। [১৬] তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় কি তোমাদের
শত্রু হয়েছি? [১৭] এরা তোমাদের প্রতি অনেক যত্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু সরল মনে নয়; এরা বরং
তোমাদের সরাতেই চায়, যেন তাদেরই প্রতি তোমরা আগ্রহ দেখাও। [১৮] আমি যখন তোমাদের কাছে
উপস্থিত, তখন শুধু নয়, উদ্দেশ্যটা উত্তম হলে তবে সবসময়ই যত্নের পাত্র হওয়া ভাল। [১৯] তোমরা
তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের
অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন; [২০] এখন আমি তোমাদের কাছে কাছে থাকতে বাসনা করছি, কণ্ঠের
সুরও পাল্টাতে বাসনা করছি, কেননা তোমাদের বিষয়ে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

সেই দুই সন্ধি—আগার ও সারা

[২১] তোমরা যারা বিধানের অধীনে থাকতে এত ইচ্ছা কর, একটু বল দেখি, বিধান যা বলে, তা
তোমরা কি শুনছ না? [২২] কেননা লেখা আছে, আব্রাহামের দু’সন্তান হল, একজন ছিল ওই দাসীর
সন্তান, একজন ছিল ওই স্বাধীনার সন্তান। [২৩] কিন্তু ওই দাসীর সন্তান মাংস অনুসারে জন্মেছিল; ওই
স্বাধীনার সন্তান প্রতিশ্রুতি গুণে। [২৪] আচ্ছা, এই সমস্ত কথা রূপক অর্থেই লেখা: আসলে ওই দুই
নারী দুই সন্ধির প্রতীক; একটা, সিনাই পর্বতের যে সন্ধি, দাসত্বের উদ্দেশে প্রসব করে—সে
আগার; [২৫] কেননা এই ‘আগার’ নামটি আরব দেশের সিনাই পর্বত লক্ষ করে; এবং নারীটি এই
বর্তমান যেরুসালেমের একই ভূমিকা বহন করে, কেননা বর্তমান যেরুসালেমও নিজ সন্তানদের
সঙ্গে দাসত্বে রয়েছে। [২৬] কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুসালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের
জননী। [২৭] কেননা লেখা আছে,

হে বন্ধ্যা, তুমি যে প্রসব কর না, আনন্দিত হও,
তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা জান না, আনন্দ চিৎকারে ফেটে পড়,
কারণ সধবার চেয়ে বরং পরিত্যক্তা নারীরই সন্তান বেশি।

২৮ ভাই, ইসায়াকের মত তোমরা প্রতিশ্রুতির সন্তান। ২৯ কিন্তু মাংস অনুসারে জন্ম নেওয়া সেই
সন্তান যেমন সেসময় আত্মা অনুসারে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অত্যাচার করেছিল, তেমনি এখনও
ঘটছে। ৩০ তবু শাস্ত্র কী বলে? ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান
স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না। ৩১ সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর
সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা

৫ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন; সুতরাং তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক,
এবং দাসত্বের জোয়াল তোমাদের ঘাড়ে দিতে আর দিয়ো না। ২ দেখ, আমি পল তোমাদের নিজেই
বলছি, তোমরা যদি পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নাও, তবে খ্রীষ্টকে নিয়ে তোমাদের কিছুতেই উপকার
হবে না। ৩ যে কেউ পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নেয়, তাকে আমি আবার স্পষ্ট বলছি, সে সমস্ত বিধান
পালন করতে বাধ্য। ৪ তোমরা যারা বিধানে ধর্মময়তা পেতে চেষ্টা করছ, খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ,
অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়েছ। ৫ কেননা আমরা আত্মা দ্বারা বিশ্বাসগুণেই ধর্মময়তা-লাভের প্রত্যাশার
ফল প্রতীক্ষা করছি; ৬ কারণ খ্রীষ্টযীশুতে পরিচ্ছেদনেরও কোন মূল্য নেই, অপরিচ্ছেদনেরও কোন
মূল্য নেই, কিন্তু ভালবাসা দ্বারা কার্যকর বিশ্বাসই মূল্যবান।
৭ আহা, তোমরা সুন্দরভাবেই দৌড়চ্ছিলে; কে তোমাদের বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের প্রতি
আর বাধ্য নও? ৮ যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর কাছ থেকে তেমন প্ররোচনা আসেইনি। ৯
সামান্য একটু খামির ময়দার পিণ্ডটা সবই গাঁজিয়ে তোলে। ১০ তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার
এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের ধারণা আমার ধারণা থেকে ভিন্ন হবে না; কিন্তু তোমাদের যে
অস্থির করে, সে যেই হোক না কেন তার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে। ১১ ভাই, যদি এখনও
পরিচ্ছেদনের কথা প্রচার করি, তবে আমি কেন এতক্ষণে নির্যাতিত হচ্ছি? তবে ক্রুশের স্খলন কি
বাতিল হয়েছে? ১২ যারা তোমাদের অস্থির করে তুলছে, তারা আরও বেশি এগিয়ে যাক, অর্থাৎ,
নিজেদের সেই সবই ছেটে ফেলুক!

স্বাধীনতা ও ভালবাসা

১৩ কেননা, হে ভাই, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আহূত হয়েছ। শুধু দেখ, তেমন স্বাধীনতাকে
মাংসের পক্ষে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো না। বরং ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর। ১৪
কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, *তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত
ভালবাসবে।* ১৫ কিন্তু তোমরা যদি একে অপরকে কামড়াও ও দীর্ণ-বিদীর্ণ কর, তাহলে সাবধান,
পাছে পরস্পর দ্বারা কবলিত হও।
১৬ তাই আমি বলছি, তোমরা আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চল, তাহলেই মাংসের কামনা আর মেটাতে
হবে না; ১৭ কারণ মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের

বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে
পার না। ১৮ অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের
অধীনস্থ নও। ১৯ মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ২০
পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, ২১
হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই
বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা
ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। ২২ অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি,
সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, ২৩ কোমলতা, আত্মসংযম; এই সবকিছুর বিরুদ্ধে
কোন বিধান নেই। ২৪ আর যারা খ্রীষ্টযীশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত
ক্রুশে দিয়েছে।

খ্রীষ্টের বিধান

২৫ আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি। ২৬ এসো,
আমরা যেন অসার অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পরকে ঈর্ষা না করি।
৬ ভাই, যদিও কেউ কোন অপরাধে ধরা পড়ে, তবে তোমরা আত্মাকে পেয়েছ যখন, তখন
কোমলতা দেখিয়ে তার সংস্কার কর। তুমিও নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, পাছে তোমাকেও পরীক্ষার
সম্মুখীন না হতে হয়। ২ তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান
পূরণ করবে। ৩ কেননা কেউ যদি মনে করে, তার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই
নয়, তবে সে নিজেকেই ভোলায়। ৪ প্রত্যেকে বরং নিজ নিজ আচরণ পরীক্ষা করুক, তাহলে গর্ব
করার মত যদি কিছু পায়, তা নিজেরই বিষয়ে হবে, পরের সঙ্গে তুলনা ক'রে নয়। ৫ কেননা
প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

৬ যে কেউ দীক্ষার্থী, তার নিজের যা কিছু আছে, সে দীক্ষাদাতার সঙ্গে তার সহভাগিতা করুক। ৭
নিজেদের ভুলিয়ো না, ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক
তেমন ফসলই পাবে। ৮ নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায়
যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল। ৯ আর এসো, সৎকাজ করায় আমরা যেন
কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব। ১০ সুতরাং যতক্ষণ
সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে
আমাদের আপনজন।

খ্রীষ্টের ক্রুশ ও নবসৃষ্টি

১১ দেখ কত বড় অক্ষরেই না আমি এখন নিজ হাতে তোমাদের লিখছি। ১২ যারা মানবীয় মাত্রা
অনুসারে নিজেদের খুব সুন্দর দেখাতে চায়, তারাই তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করতে বাধ্য
করছে; ওদের একমাত্র অভিপ্রায়, যেন তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য নির্যাতিত না হয়। ১৩ আসলে
পরিচ্ছেদিতরা নিজেরাও বিধান পালন করে না; কিন্তু তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করাতে চায়, যেন
তারা তোমাদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে গর্ব করতে পারে। ১৪ কিন্তু আমার বেলায়, আমাদের প্রভু
যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও

জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ। [১৫] কারণ আসলে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়,
কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব। [১৬] আর যারা এই সূত্র অনুসারে চলবে, তাদের সকলের উপরে ও ঈশ্বরের
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।
[১৭] এখন থেকে কেউ যেন আমাকে দুঃখকষ্ট না দেয়, কারণ আমি যীশুর সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন
নিজের দেহে বহন করি।
[১৮] ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।